History Study Material

Dumkal College

Semester-2, Course-IV

[History of Early Medieval India]

খলজী বিপ্লবের গুরুত্ব। [Unit: 4, Khalji Revolution]

১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানি শাসন ইলবারী তুর্কীবংশের শাসনকাল নামে পরিচিত। জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজী এই ইলবারী তুর্কী বংশের শেষ সুলতান কায়কোবাদকে হত্যা করে ও তার শিশুপুত্র কায়ুমার্সকে কারারুদ্ধ করে ১২৯০ খ্রীঃ নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষনা করেন। ফলে তুর্কীদের হাত থেকে দিল্লীর ক্ষমতা খলজী বংশের হাতে হস্তান্তরিত হয়। তুর্কীদের হাত থেকে খলজীদের এই ক্ষমতা দখলকে ঐতিহাসিক **আর. পি. ত্রিপাঠী, কে. এস. লাল** প্রমুখ 'খলজী বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন।

(i) দিল্লীতে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাঃ খলজী বিপ্লব ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা। খলজী বিপ্লবের ফলে দিল্লীতে খলজী বংশের শাসনকালের সূচনা হয় এবং তুর্কী আধিপত্যের অবসান ঘটে। এই বিপ্লবের নায়ক জালালউদ্দিন খলজী বিখ্যাত খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

(ii) বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ধারণার অবসানঃ খলজী বিপ্লব প্রমাণ করে যে, দিল্লীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর একচেটিয়া নয়। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বংশ কৌলিন্য বা নীল রক্ত আবশ্যিক নয়। তার জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা ও যোগ্যতা।

(iii) হিন্দুস্থানী মুসলমানদের ক্ষমতালাভঃ খলজী বিপ্লব হল মূলত 'হিন্দুস্থানী' মুসলমানদের তুর্কী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ট প্রতিবাদ। কে. এস. লালের মতে, "এই বিপ্লব কেবল একটি রাজবংশ থেকে অন্য রাজবংশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাধারণ ঘটনা ছিল না। এটি ছিল তুর্কী একাধিপত্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের জেহাদ ও সাফল্যের নিদর্শন।" এই সময় আফগান ও ধর্মান্তরিত মুসলিমদের হিন্দুস্থানী মুসলিম বলা হত। হিন্দুস্থানী মুসলিমদের নেতা হিসাবে জালালউদ্দিন খলজী সিংহাসনে বসেন।

Dumkal College

(iv) ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের সূচনাঃ খলজীদের ক্ষমতা দখলের পাশ্চাতে না ছিল জনসমর্থন, না ছিল অভিজাত কিংবা উলেমাদের সমর্থন। ত্রিপাঠীর মতে খলজী বিপ্লবের প্রধান অস্ত্র ছিল ফিরোজ খলজীর অস্ত্র শক্তি। এর ফলে **সুলতানী রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পরিবর্তন** সম্ভব হয়। **ধর্মনিরপেক্ষ শাসন** গঠনের সুযোগ আসে। খলজীরাই প্রথম ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এ ব্যাপারে খলজীগণই ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক।

(v) ভারতীয় রাজনীতিতে জনমতের ভূমিকার বহিঃপ্রকাশঃ জালালউদ্দিন খলজী যেভাবে কায়কোবাদকে হত্যা করার পর যমুনার জলে নিক্ষেপ করে এবং শিশুপুত্র কায়ুর্মাসকে কারারুদ্ধ করে সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সিংহাসন দখল করেছিলেন তার ফলে দিল্লীর জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যায়। এজন্য জালালউদ্দিন দিল্লীতে প্রবেশ না করে প্রায় এক বছর কিলোঘিরি প্রাসাদে থাকতে বাধ্য হয়। রাজনীতিতে জনমতের এই ভূমিকা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে একটা সূত্রের আভাস দেয়।

(vi) খলজী সাম্রাজ্যবাদের সূচনাঃ খলজী বিপ্লব খলজী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। দিল্লী ভিত্তিক সুলতানী সাম্রাজ্যকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল খলজী সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে। আলাউদ্দিন খলজী ছিলেন এই খলজী সাম্রাজ্যবাদের মহানায়ক এবং খলজীরাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা পূর্বে কোনও সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয় নি। খলজীরাই ভারতবর্ষে প্রথম এক রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা করেন। তাদের সময়েই ভারতবর্ষে প্রশাসনিক কাঠামোর যে গোড়াপওন হয়েছিল তা পরবর্তীকালে শেরশাহ ও আকবরকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

Dumka College

এর পাশাপাশি খলজী বিপ্লবের সূত্র ধরেই সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার, রাজনৈতিক ঐকের সূচনা, রেশনিং সিস্টেম, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন স্পন্দন, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সুফিবাদের প্রসার ঘটে। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করে **ড. এ. বি. এম. হাবিবউল্লাহ** খলজী বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, এটি কেবলমাত্র একটি রাজবংশের পরিবর্তন নয়, এই ঘটনার ফলে ভারতে মুসলিম প্রভুত্বের সম্প্রসারণ হয়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এককথায় বলা যায় যে, খলজি বিপ্লব ভারত ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে।